স্বপ্নদ্রষ্টার আখ্যান — 'নবপর্যায়'

সংবাদপত্রের পাতায় চোখ না বোলালে সকালটা মাটি হবার সামিল। অনেকের তো আবার 'ভার্জিন' নিউজ পেপার না হলে হবেই না। সকালবেলা সক্কলের আগে পেপারটি হাতে নেওয়া চাই-ই-চাই। সেই সংবাদপত্রের আঙ্গিকে যদি একটি উপন্যাস নির্মিত হয় তখন তা আমাদের একটু 'চেখে' দেখার ইচ্ছে জাগতে পারে বই কী! কিন্তু পাঠক! প্রথমেই সাবধান করে দেওয়া ভালো এই 'চেখে' দেখার মানসিকতা ছেড়েই এই 'সংবাদপত্র' বলুন বা উপন্যাস বলুন একে হাতে নিতে হতে পারে। আর সমান্তরালে সৎ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যক্তিত্ব কাঙাল হরিনাথ মজুমদার-এর জীবন ও তাঁর পত্রিকা 'গ্রামবার্তা' নিয়ে কিছু পঠন অবশ্যই কাম্য। হরিনাথ যিনি ঠাকুরবাড়ির জমিদারির বিরুদ্ধেও গিয়েছেন; ছেপেছেন তাদের অত্যাচারের কথা তাঁর সংবাদপত্রে। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল তবু 'পেড নিউজ' কিংবা 'কম্প্রোমাইজড নিউজ' তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় নি। এর জন্য তাঁকে দামও দিতে হয়েছিল যথেষ্ট তবু তিনি সরে আসেননি নিজের পথ থেকে। এরকম ব্যক্তিত্ব আমাদের মুগ্ধ করবেই। 'নবপর্যায় গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' উপন্যাসটির অবয়বে যদিও একুশ শতকের বিবিধ ঘটনাবলীর অভিজ্ঞান তবু তার 'ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি'র প্রবাহ রয়েছে কাঙাল হরিনাথে। এই উপন্যাসটি দু'বার প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমটি 'প্যাপিরাস' প্রকাশনা থেকে ১৪১৭ বঙ্গাব্দে; আর দ্বিতীয়টি ১৪২৩ বঙ্গাব্দে 'তালপাতা' প্রকাশনার দ্বারা। প্যাপিরাস সংস্করণে আমরা দেখব ঔপন্যাসিক জ্ঞাপন করেছেন —

> ''এক রাতে উনি, শ্রীহরিনাথ কাঙাল আমার স্বপ্নেও হানা দেন। অদূরে খড়ম জোড় রেখে, শান্তভাবে আমার শৈশবের বিলীয়মান বাঁশবনের ছায়ায় বসে, লণ্ঠনের কাঁপা আলোয়, ইন্দ্রির ঠাকরুন নয়, স্বয়ং গীতকার হরিনাথই গাইছিলেন 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে'। এই কি তবে স্বপ্নাদেশ।''

'স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তি' ঘটতেই পারে; এটিও একটি প্রেরণাজনিত 'প্যাটার্ন' — একথা আমরা বলতেই পারি। কোনো কষ্টসাধ্য চেষ্টাকৃত সংযোগ একটি বৃহত্তর বৃত্ত প্রস্তুত করতে পারে কিন্তু বৃত্তকে ভাঙ্গতে কিংবা ছাড়িয়ে যেতে গেলে দরকার বাড়তি কিছু। 'স্বপ্ন' সেরকমই। ভেতরকার সংবেদনার তারে বাঁধা হয়ে যায় প্রেরণার সুর - অজান্তেই। সেই সব ছবি হয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় স্বপ্নকে। আর তারপর! একেবারে কথা নির্মাণের ঘরে। উপন্যাসিকের নামটিও যদি স্বপ্ন-যুক্ত হয় তবে স্বপ্ন বুনবার বিষয়টি বৃহত্তর ব্যঞ্জনা পায়। কথা সাহিত্যিক স্বপন পাণ্ডা-র লেখা এই 'নবপর্যায় গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' উপন্যাসটিকে আমরা পরবর্তী আলোচনার পথে শুধু 'নবপর্যায়' নামেই অভিহিত করব। এই গ্রন্থের প্রেক্ষিত নিয়ে একটি দারুণ 'টিউন' তৈরি করে দিয়েছেন সাহিত্যিক এবং প্রকাশক গৌতম সেনগুপ্ত, 'তালপাতা' সংস্করণের পশ্চাৎপটে। সেটি একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

> ''ভগবান বুদ্ধ বলতেন, সমাজের ঘোর দুঃসময়ে কূট তর্ক বেড়ে যায়। নয়ের দশকের শেষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুধু আলোচনা আর আলোচনা। যদিও তাতে আলো ছিল না বললেই চলে, সবটাই চোনা। প্রাথমিক স্তরে ইংরিজি তুলে দেওয়ায় সর্বত্র ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে দামী 'ইংলিশ' স্কুল। স্বাস্থ্য প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভাসান হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার। নেতামন্ত্রীরা অবশ্য তখন ব্যস্ত বামফ্রন্ট বনাম উন্নততর বামফ্রন্টের তরজায়।
>
> রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে মল, মাল্টিপ্লেক্স, বৃদ্ধাবাস, ম্যাসাজ পার্লার, সাপ্লাই সিন্ডিকেট। এরকম একটা সময়ে, সেই সময়কেই উপন্যাসের বিষয় করেছেন স্বপন। যার গড়নের জন্য আশ্রয় নিয়েছেন হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) বা কাঙাল হরিনাথের কাগজ গ্রামবার্তা প্রকাশিকা-র।
>
> তবে হরিনাথের কাগজ ছিল বাস্তবে ঘটা ঘটনার বিবরণ। স্বপনের কাগজ বিশুদ্ধ কল্পনার। যদিও বাস্তব আর বিশুদ্ধ কল্পনার মধ্যে কোনটা বেশি সত্যি আমাদের জানা নেই।''

গত শতাব্দীর মোটামুটি নয়ের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির দেখা পাই তা মননশীল মানুষকে বাধ্য করে সেই ভাবনাবৃত্তে নিয়োজিত হতে। একদিকে শিক্ষার দৈন্য দশা, স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থা, ভোগবাদের রমরমা। মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন এই আধারে অবধারিত। চিন্তিত মানুষ, হতাশ মানুষের সামনে চিন্তন সমিধ যোগায় সংবাদপত্রের পাতা। কত সকাল এভাবে নষ্ট হয় ভাবনাবৃত্তের ভেতর বিপর্যয়ের আগ্রাসনে। তখন সংবাদপত্রের 'ফর্ম' আয়ুধ হয়ে ওঠাটা যুগোচিত, নিজের চিন্তনকে ভাষা দেবার আধার হিসেবে। যেমন এই একবিংশ শতাব্দীর দুয়ের দশকের কোনো একটি সকালে যদি কোনো একটি সংবাদপত্র হাতে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে তার সংবাদ বৃত্তগুলি একটি মহা-সংবাদ কিংবা মহাসন্দর্ভ রচনা করেছে। সেই মহাসন্দর্ভ বলা বাহুল্য কোনো মিলনের নয় বরং দ্বন্দ্বের। হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারতের সংঘাত। তারই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বৈদেশিক খবরগুলিও সেই দ্বন্দ্বময় মহাসংঘাতের আর এক সমান্তরাল আবর্ত তৈরি করে। আসিফা কিংবা দিব্যাদের ধর্ষণ,

গো-হত্যার অভিযোগে হত্যা, ভিন্নধর্মীয়দের প্রণয় ও বিবাহের কারণে খুন, মন্দির-মসজিদ, বিতর্ক, ধর্মান্তর বিতর্ক, ইতিহাসের নবনির্মাণ কিংবা উজ্জ্বল পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গ, স্যাফ্রন ও গ্রিন ব্রিগেডের বাড়বাড়ন্ত— এতো গেল এদেশের কথা। বাংলাদেশ, পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা, মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্যস্থানে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের উত্থান, ইউরোপ-আমেরিকায় ইসলামোফোবিয়া — এইসব বৈদেশিক বিষয়গুলিও 'প্যারালাল ন্যারেটিভ' তৈরি করছে। সবই যেন সেই 'ডায়ালেকটিক্যাল গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ'-এর অংশ। ফলে সংবাদপত্রের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা উপন্যাস হয়ে ওঠার। একজন সচেতন সংবাদপত্র পাঠক খেয়াল করলে এবং চাইলেই একটি উপন্যাসের কিংবা প্রায় উপন্যাস-এর সন্ধান পেতে পারেন সংবাদপত্রে। সমস্ত অস্থিরতার কালেই এটি সম্ভব যদি সংবাদগুলির মধ্যে একটি 'সিম্ফনি'থাকে। গান তৈরি হবার মতো বিষয়টি প্রায়। এইরকম উপন্যাস নির্মাণ হতে পারত ষাট সত্তরের দশকেও। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দু-একটি উপন্যাসের কথা। যেমন - ঔপন্যাসিক ঝুম্পা লাহিড়ীও চাইলে পারতেন তাঁর 'লেল্যান্ড'কে এই ফর্মে আনতে। অবশ্য তাতে অনেকগুলি কালখণ্ডকে ধরা যেত না। দুই যমজ ভাইয়ের; একজনকে সমাপ্ত করে অন্যজনকে বাঁচিয়ে রেখে কিংবা সরিয়ে রেখে আরও বেশ কিছু বছর ধরে আখ্যান ধারাকে প্রবহমান রাখা হয়তো সম্ভব ছিল না সংবাদপত্রের 'ফর্ম'-এ। ঔপন্যাসিক অশোক মুখোপাধ্যায় -এর আটটা-নটার সূর্যও পেতে পারত এরকম 'ফর্ম'। কিন্তু পায় নি। না পাওয়ার কারণ হয়তো বা বেশ কিছু বছর পরে আখ্যান নির্মাণের প্রস্তুতি। অর্থাৎ আখ্যানকাল ও নির্মাণকালের পার্থক্য। কিন্তু 'নবপর্যায়'-এর গ্রন্থকার সমকালকে দেখেছেন এবং একটি স্বাভাবিকতায় 'ফর্ম'-এ বিষয়টিকে গেঁথেছেন। সংবাদপত্র এক আবশ্যক জিনিস পৃথিবীর একটি বড় অংশের মানুষের ক্ষেত্রে। এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগেও সংবাদপত্রের বিক্রিতে টান পড়ে নি। কারণ 'সফট কপি'তে কোনো পত্রিকা পাওয়া গেলেও তা দর্শন-অঙ্গের পক্ষে বিশেষ সুখকর নয়।

এইবার আমরা ঔপন্যাসিকের নিজের কথার কিছুটা অংশ তুলে ধরব সেখানে সময়ের চিহ্নায়নের প্রসঙ্গটি রয়েছে। ধ্বস্ত মূল্যবোধ, ভাঙ্গনমুখী সমাজকাঠামো, রাজনৈতিক তরজা এবং অস্থিরতা মিলে প্রেক্ষাপট হল এক মহাসন্দর্ভ রচনাকাল। বিগত শতক ও বর্তমান শতকের ঘটনাপর্বকে তিনি অবলোকন করেছেন এবং সংগৃহীত হয়েছে আখ্যান সমিধ।

> ''হরিনাথ মজুমদারের মৃত্যুর শতবর্ষে ১৯৯৬ নাগাদ এ উপন্যাসের কথা মাথায় আসে। সময়টা তখন অজস্র টুকরোয় ভর্তি - ছোট বড় সাদা কালো রঙিন। বাইরের বড় সময়ের আর ভেতরের ছোট সময়ের ঘষায় তৈরি হচ্ছে অজস্র আগুনে নকশা। সে নকশা ধরতেই প্রায় স্বপ্নাদিষ্ট লেখক আশ্রয় খোঁজে হরিনাথের গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়। হরিনাথ গ্রামবার্তা প্রকাশ করেছিলেন সেদিনের গরিব দুঃখী মানুষজনের কথা বলবেন বলে। এই উপন্যাসেও আছেন বাংলার গঞ্জ-গাঁয়ের দুঃখী লোকজন, যাঁদের সর্বাঙ্গে লেগে আছে এই সময়ের অভিশাপ।''

সময়ের অভিশাপই ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে আখ্যানধারাকে। দুই নষ্ট সময় - একটি ঔপনিবেশিক পর্বের আর একটি পর-ঔপনিবেশিক পর্বের। প্রথমটি যেন ছায়া আর দ্বিতীয়টি কায়া। আমরা কায়ার দিকেই ফিরে তাকাব। ছায়া পেছনে পড়ে থাক।

সব মিলিয়ে আটটি সন্দর্ভে উপন্যাসটি নির্মিত। এক-একটি সন্দর্ভ আসলে পত্রিকার এক-একটি সংখ্যার রূপাবয়ব। 'নবপর্যায় গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র তৃতীয় বর্ষকে ঔপন্যাসিক নির্বাচন করেছেন। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সন্দর্ভ থেকে একে একে তৃতীয় বর্ষ অষ্টম সন্দর্ভে এসে পৌঁচেছেন। 'তৃতীয় বর্ষ' বিষয়টি প্রতীকী। তৃতীয় সংখ্যাটি পূর্ণতার কিংবা চূড়ান্তের সংকেত। যেমন ধরুন না 'আমি তোমায় লাস্ট (থার্ড) ওয়ার্নিং দিলাম' বা 'এক থেকে তিন গুনব...এক ... দুই... তিন'। কোনো প্রতিযোগিতায় সাধারণত এক-দুই-তিন; এই স্থানাধিকারীরাই পুরষ্কার পায়। তেমনই এই 'নবপর্যায়' এর পরিণতির পর্বটিকে সূচিত করার জন্যই তৃতীয় বর্ষের কাল-খণ্ড গৃহীত হয়েছে। উপন্যাসটির এক-একটি সন্দর্ভ কয়েকটি প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, কয়েকটি টুকরো খবর, 'পাঠকবার্তা' অর্থাৎ পাঠকের চিঠি, ফিরে দেখা কিংবা অতীত ঝলকের মতো 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' (কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত) থেকে উৎকলিত কিয়দংশ এবং অমৃতকথা জাতীয় সেগমেন্ট 'তব সুধারসধারা' নিয়ে নির্মিত। শুধু তাই নয় এই সন্দর্ভে রয়েছে বিজ্ঞাপনও। রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ 'প্রমোশনাল' অন্য সমধর্মী পত্রিকারও; আর অবশ্যই যে অংশের নাম করতেই হয় তা হল 'প্রিন্টার্স লাইন' যা সব সমস্ত সন্দর্ভের ক্ষেত্রে একই।

> 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ফকিরচাঁদ কর'।

ঔপন্যাসিক স্বপন পাণ্ডা 'ফোকালাইজেশন'-এর কাজটি ফকিরচাঁদ কর-কে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। তবে আখ্যানের পরতে পরতে দুটি বিযুক্তিসীমা কখন যেন হারিয়ে হারিয়ে যায়। দুটি যুগের দুই প্রতিনিধি এবং লেখক নিজেদের মধ্যে মিশে-মিশে যান।

কাঙাল হরিনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর ছায়ায়, ঔপন্যাসিক বিংশ-একবিংশ শতাব্দী কায়ায় আর ফকিরচাঁদ কর কল্প শতাব্দীর স্বপ্নে এক সমবায়িক কাঠামোর নির্মাণ করেন। হয়তো বা কাঙাল হরিনাথের পুনর্জন্ম ফকিরচাঁদ-এর সর্জন সীমায়। সেই সঙ্গে ঔপন্যাসিকের কথা-জন্মও বটে।

এবার আমরা প্রথম সন্দর্ভের সম্পাদকীয় অংশটিকে কিয়ৎ অবলোকন করব।

> ''...পাঠকবর্গ দিন দিন সচেতন ও জাগ্রত-বিবেক হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া ভরসা হয়। আজ এই পোড়া দেশে ইহারই একান্ত অভাব। প্রাণ কাঁদে, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আপন আপন চেতনার ডাকে জাগরুক থাকুন। কোন দল, উপদল বা নেতা-নেত্রীদিগের পক্ষপুটে আপন মস্তক গচ্ছিত রাখিবেন না। দেখিবেন, প্রতিবাদের ভৈরবী নির্ঘোষে উহারা শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিবে; নচেৎ আমরাই শৃগালবৎ আচরণ করিতে থাকিব। কবি বলিয়াছেন — 'মানুষ আমরা নহি তো মেষ'। হায় মানুষ কোথায়? আশা করি আমাদের কীটদষ্ট বিবেক ও মেষত্ব একদিন ঘুচিবেই ঘুচিবে — তা নহিলে আর প্রকাশিকা কেন? তবে কত দিন চালাইতে পারিব জানি না; পাঠকই সহায়। তাঁহারাই রাখিবেন, নয় উঠাইয়া দিব। আহা আজ যদি হরিনাথ থাকিতেন!''

এই সম্পাদকীয় যেন পরিবেশিত খবর এবং পাঠকের পত্রের উপসংহার। প্রথম সন্দর্ভের এবং গ্রন্থের প্রথম খবরের শিরোনামটি দেখব — 'সর্ষের মধ্যে ভূত-বাপের পেটে পুত'। এ প্রতিবেদনে দেখতে পাব ডাকাতি-ধর্ষণসহ এগারোটি মামলার আসামি যুধি সর্দার ধরা পড়েছে পঞ্চায়েত প্রধান দুলাল পাত্রের গোয়ালঘর থেকে। বিরোধীদের দাবি কুখ্যাত এই অপরাধীকে আশ্রয় দেবার কারণে দুলাল পাত্রকে গ্রেফতার করতে হবে। দুলাল পাত্রের মন্তব্য — ''যুদি-মুদি কাউকে কস্মিনকালে চিনিই না। সামনে পঞ্চাৎ ভোট — ওরা আমাকে ফাঁসাতে চাইছে। পুলিশের সাথে তো ওরাদের এখন মাগ-ভাতারি সম্পক্কো! দেখা যাক। এর জবাব আর কি দেব, দেবে জনগণ।'' আর পাওয়া যাচ্ছে জোনাল কমিটির নেতা বিমান মাইতির প্রতিক্রিয়াও — ''বিগত ১৫ বছর ধরে দুলালবাবু মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন— তিনি জনদরদী নেতা এবং ছাত্রদরদী শিক্ষক— প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিনামূল্যে টেস্টপেপার দেন। তাঁর পক্ষে, একটা জঘন্য লোফারকে আশ্রয় দেওয়া শুধু অসম্ভব নয়, অবান্তর। এগুলি পেটি পলিটিকস্।'' তিনি আরও ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন— দুলালকে গ্রেপ্তার করতে এলে জনগণ রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।''

পরে একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম দেখা যাবে 'চাল চালাকি'। মিড-ডে মিলের বিভ্রাট নিয়েই এই প্রতিবেদন। মিড-ডে মিল রান্না করে শিশুদের খাওয়াবার কথা কিন্তু মাস্টারমশাইরা ফি-হপ্তায় কাড়া-আকাড়া চাল ধরিয়ে দিচ্ছেন। আর চাল দেবার দিনে স্কুলে যেন উৎসব। শীতলা প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টারকে গ্রামবার্তার প্রতিবেদক প্রশ্ন করেছিলেন কেন রান্না না করে এভাবে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে চাল। হেডমাস্টার কামাখ্যাবাবু প্রতিবেদককে রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়তে পড়তে বলেন — ''আমরা কি বাজার সরকার না রাঁধুনী, চাকর না মাস্টার? জনগণনা করতে হবে — মাস্টারকে লাগাও, ভোটার লিস্টি বানাতে হবে, মাস্টারকে জুতে দাও, বাচ্চাদের না খেতে দিলে স্কুলে আসবে না — বাজার করো, চুলো কাটো, আনাজ কুটো, রাঁধবার লোক খোঁজো, নয় নিজে খুন্তি-হাতা নিয়ে কোমর কষে লেগে পড়। পড়াবটা কখন মশায়?'' শুধু তাই নয় এর পেছনে যে জাতিভেদ নির্ভর ভোটের অঙ্ক রয়েছে তাও স্মরণ করিয়ে দেন। এখনও গ্রাম বাংলার এ নিত্য চিত্র।

''ইস্কুলে বারো জাতের ছেলেপিলে আসে। বামুন-বদ্যি ঘরের গুটি কয় বাদ দিলে সবই চাষা; কিছু তাঁতী আর এক দুটি ডোমও আছে। এক পঙক্তিতে বসিয়ে খাওয়ালেই ঝামেলা। পার্টি, পঞ্চায়েত, বিরোধী কেউই এ ব্যাপারে রাটি কাড়বে না। তাদের যে আবার ভোটের ভয় মহাভয়। অগত্যা চাল। জাত-ভিকিরির দেশ মশায়-এডুকেশন কি গাছে ফলে?''

হাটগোলকপুর থেকে সরোয়ার হোসেনের 'আশ্চর্য প্রতিবেদন'ও আমরা দেখতে পাই যার শিরোনাম 'জীবন্ত খেজুর গাছ-বুজরুকি না বিজ্ঞান'। হাটগোলক পুরের রফিক মিঞার ডোবার ধারের খেজুর গাছটি ঘন্টায় ঠিক ছয় ইঞ্চি ওঠে আবার ফিরতি ঘন্টায় নেমে আসে ওই ছয় ইঞ্চি। ওই গাছকে ঘিরে এখন মেলা বসে গেছে। ''আশ্চর্য এই বৃক্ষের সংবাদ পেয়ে শহর থেকে বিজ্ঞান মঞ্চের ছেলে-মেয়েরা আসে, তারা মাটির নমুনা, জলের নমুনা ও বৃক্ষের উত্থান-পতনের চিত্র সংগ্রহ করে ফিরে গেছে। আজ মৌলবি বসিরুদ্দি সাহেব তৃতীয়বার বৃক্ষটি পরিদর্শনপূর্বক, মাটির ডেলা সংগ্রহকরতঃ মসজিদ প্রাঙ্গন থেকে ঘোষণা

করবেন এ-অলীক বৃক্ষের কুদরতির কারণাকারণ। পাঠক, আপনি পরের প্রকাশিকায় আরও বিশদে সমস্ত কিছু জানতে পারবেন; অপেক্ষা করুন। (ক্রমশ)

এবার পাব কিছু টুকরো সংবাদ যেমন - 'ভুল সবই ভুল', ষোল বছরের পলি জেনার মৃত্যু। আত্মহত্যা - ফলিডল খেয়ে কারণ হিসেবে উঠে আসছে ক্লাশ নাইনে ইংরেজিতে ফেল করা। তবে পড়শিদের মত অন্য। এগরার রাজশ্রী সিনেমা হলে ম্যাটিনি শোয়ে এক অচেনা ছেলের সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছিল এবং সেই নিয়ে অশান্তি। তারপর আত্মহত্যা। আত্মহত্যা করার পূর্ব মুহূর্তের স্বীকারোক্তি সহ একটি চিরকুট পাওয়া গেছে, যেখানে মৃত পলি লিখে গেছে — 'ভুল সবই ভুল। আমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ি।' তাছাড়া 'পাম্প চুরি করল কে?' 'বালের মিটিং' শিরোনামের দুটি ক্ষুদ্র সংবাদও আমরা পাচ্ছি। দ্বিতীয় শিরোনামাঙ্কিত খবরটি তুলে ধরছি।

''গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করতে হবে — এই দাবিতে গত পরশু রাতে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করল ডেমুরিয়ার বাসিন্দারা। তখন মিটিং চলছিল। 'বালের মিটিং' 'বালের মিটিং' ইত্যাদি আরো সব নাকি অশ্রাব্য গালিগালাজ, চীৎকার করে তারা মিটিং ভেস্তে দেয় এবং রাত বারোটা তক কাউকে পেচ্ছাপ ফিরতেও দেয়নি। বেগ সামলাতে না পেরে অনেকেই অফিস ঘরে কম্মটি সারতে বাধ্য হন। প্রধানের আশ্বাসে আবেদনে শেষ পর্যন্ত ঘেরাও ওঠে।''

তাছাড়া পেন্সনের অপ্রাপ্তির কারণে, সম্পাদকীয়ের প্রশংসা করে, বিদ্যুতের দাবিতে পত্র আমরা পেয়েছি। এই প্রথম সন্দর্ভে। বিজ্ঞাপন হিসেবে দেখতে পাওয়া গেল ''মহোৎসব থেকে মহাশ্মশান। সর্বত্র হরিনাম গাহিয়া থাকি। যোগাযোগ : রবি দাস কীর্তনীয়া। (অনন্তদাসের সুযোগ্য পুত্র)। যে কোনো শুভাশুভে। ফোন করুন : ৯৪৩৬৫৫১০০ এবং ''একটি ভাগলপুরি গাই কিনুন / ঘরে বসে রোজগার করুন / প্রত্যহ ৫০০ / মনে রাখবেন / বেকার ছেলের দুঃখ মা'ই বোঝে / ফোন ঃ ৯৮৭৪৪৩৭০৫৫''। তৃতীয় বিজ্ঞাপনটিও দেখা যেতে পারে —

''গ্লোবাল স্পোকেন ইংলিশ সেন্টার। মাত্র ৩ মাসে সাহেবদের মতো ইং বলুন / চাকরি হবেই হবে / প্রো: খোকন দাস (ক্যাল) । গোল্ড মেডাল / ভারত সেরা ইংলিশ পেপারে নিয়মিত চিঠি ছাপা হয় / মোবাইল : ৯৮৩৬৪৪১৭৪৫।''

বিজ্ঞাপনগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক। প্রত্যেকটিতে মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে অর্থাৎ দেশে টেলিকম বিপ্লবের সময় কিংবা অতিক্রান্ত সময়ের বিষয়টি বেশ বোঝা যায়। সঙ্গে 'কলোনিয়াল হ্যাংওভার' বলুন বা বিশ্বজনীন চাহিদা বলুন, যেকারণেই হোক সাহেবদের মতো ইংরেজি বলতে চাওয়ার ইচ্ছেটা জনমানসে দৃঢ় প্রথিত হয়েছে। তাইতো 'গ্লোবাল স্পোকেন ইংলিশ সেন্টার' নামের এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেবার প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয়েছে। তা আরও বিবর্ধিত হয়ে বর্তমানে ব্যাঙের ছাতার মতো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলির গজিয়ে ওঠার পথ পরিষ্কার করছে। 'এফিলিয়েটেড' তো অনেক বড় ব্যাপার 'সিকিং ফর সি.বি.এস.ই বা আই.সি. এস.ই অ্যাফিলিয়েশন' - এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বাজার ভর্তি। বাজারই বলব কারণ শিক্ষা আজ আর অধিকার নয় নিছক পণ্যমাত্র। এর একটি 'সমান্তরাল পাঠ' পাব 'নবপর্যায়'-এ যে পূর্বতন 'গ্রামবার্ত্তা'র অংশ বিশেষ তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে।

''স্থানে স্থানে নানা প্রকার বাঙ্গালা পাঠশালা ও নর্ম্মাল বিদ্যালয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে যাঁহারা শিক্ষা করিতেছেন, কেবল শিক্ষকতা কার্য্য ব্যতীত তাহাদিগের ভাগ্যে কোন কার্য্যলব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাতে কেহ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে যত্ন করেন না। অধিকাংশ লোকই কেবল অর্থ লালসায় ইংরাজি অধ্যয়ন করিতেছেন।...যৎসামান্য ইংরাজি জানিলেও লোকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এই অর্থ প্রলোভনই এদেশে ইংরাজি ভাষার বহুল প্রচারের কারণ।'' (১২৭৬ অগ্রহায়ণ/১৮৬৯ ডিসেম্বর এর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' হইতে সংকলিত।)

পণ্যায়নের আবহে নগদ অর্থের চাহিদা তৈরি হয়েছে খুব বেশি করে তাই উপার্জনের পথের সন্ধান পাওয়া চাই। সেই উপার্জনের সম্ভাব্য গন্তব্য হয়ে ওঠে 'ভাগলপুরী গাই' পোষা প্রভৃতি কাজ।

আমরা পরবর্তী সন্দর্ভগুলিতে লক্ষ্য করব গ্রাম প্রধান দুলাল পাত্র গ্রেফতার হচ্ছে; খেজুর গাছের অলৌকিকত্ব লৌকিকতার সীমায় আসছে। কখনওবা সত্যনারায়ণের সিন্নি খেয়ে অসুস্থতার সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে; গ্রাম বাংলায়ও নেমে পড়ছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি - যেমন স্থানীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা নাম নিচ্ছে পেপসি কাপ। আবার তাকে ঘিরে মারামারির বিষয়েও সংবাদপত্র খবর দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বৈদিক ভিলেজ কান্ডের কথা পাঠকের স্মরণে আসতে পারে।

গ্রামবাংলার পরিবর্তিত পট এবং তার আখ্যান রূপ পাচ্ছে সংবাদপত্রের আধারে। আর উপন্যাস কীভাবে নির্মিত হবে এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নেই। হয়তো এই অনির্দিষ্টতার মধ্যে রয়েছে উপন্যাসের পূর্ণ সম্ভাবনার যুক্তি। উপন্যাসের ভাষা

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেখব সম্পাদকীয় লিখিত হচ্ছে সাধুভাষায় কিন্তু সংবাদগুলির মধ্যে বা প্রতিবেদনগুলির মধ্যে রয়েছে লোকমুখের ভাষা। কখনও চলে আসছে স্ল্যাং। এভাবেই হয়তো উপন্যাসের ভাষা-পরিকল্পনা যথাযথ ও ভূমিঅভিমুখী হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের উৎসর্গ অংশে দেখতে পাওয়া যাবে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারকে তাঁর গ্রামবার্তার একটি উদ্ধৃতিসহ।

''পরাধীনতার কত দুঃখ, কত যাতনা, তাহা পরাধীনেরাই বিশেষ অবগত আছে। হতভাগ্য বঙ্গসন্তান চিরকাল পরাধীন। চিরকাল পরের নাথি খাইতে তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইল। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা। মে ১৮৮০।''

বলাবাহুল্য আজকের পরাধীনতা পণ্যায়ন, বিশ্বায়ন নর। সবই আপাতমুক্ত কিন্তু অদৃশ্য সুতোয় বন্দি যার থেকে বেরোনোর জো নেই।

আর একটি সাম্প্রতিক বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা না করলে আখ্যানের প্রতি সুবিচার করা হয় না। তা হল সৎ সাংবাদিকতা এবং এর প্রতিক্রিয়ায় নিজের বিপন্নতা ডেকে আনা। কাশ্মীরের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও 'রাইজিং কাশ্মীর' নামক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা সুজাত বুখারির হত্যা। দুই দিকে দুই যুযুধান; দুইই চূড়ান্তবাদী; যেতে হবে যে কোনো একটি পক্ষে নয়তো ক্রশ ফায়ারে মৃত্যু অনিবার্য। আর যদি কোনো একটি পক্ষে যেতেই হয় তাহলে সৎ সাংবাদিকতার কোনো মানে থাকে না। তাহলে যা হয়— 'নিউজ ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকরডিং টু অর্ডার'। তৃতীয় স্বরের আর কোনো জায়গা থাকছে না। 'ওরা' কিংবা 'আমরা'। বুখারি যেমন সেনাবাহিনীর কতক আছে, রাজনীতির যষ্টি নির্ভর, ইহাদিগের আবার মধ্যে মধ্যে যষ্টি বদল ঘটিয়া থাকে; কখনও দেখিবে দক্ষিণ হস্তে, কখনওবা বাম হস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া ত্রিভঙ্গ। আর কতকগুলিন আছে, যাহাদিগের অজস্র বাহু অজস্র পদ, কতক প্রকাশ্য, কতক প্রচ্ছন্ন— সর্বদা সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে। 'গ্রামবার্তা', যে মহাপুরুষের নামচিহ্ন ধারণ করিয়াছে, তৃতীয়, চতুর্থ, কোনও প্রকার নির্ভরতাই তাহার সম্ভবে না। আর সেই হেতু হিংসালু রাজনীতি—ব্যবসায়ীদিগের সে দিন দিন চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিতেছে। সংপ্রতি, সংবাদ সংগ্রহে গিয়া আমাদিগের প্রীতিভাজন মিত্র সারোয়ার হোসেন হাটগোলকপুরে নিগৃহীত হইয়াছেন, খয়রাশোলের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ ছাপিয়া 'অপরাধ' করিয়াছি; তাই ওই গ্রামে আমাদিগের সংবাদগ্রাহক পুলক হাঁসদাকে যদি আর প্রেরণ করি, তো তাঁহারা 'দেখিয়া লইবেন' বলিয়া জানাইয়াছেন। স্থির করিয়াছিলাম, বৃদ্ধ, নিজে যাইব। আমার সম্মুখে তো মৃত্যু ব্যতীত আর ভবিষ্যৎ নাই। ছোকরাগুলিন কথা শুনেন নাই; পুলক বা সারোয়ার কেহই আমাকে অকুস্থলগুলিতে যাইতে দিলেন না; প্রাণ বিপন্ন হইতে পারে জানিয়াও নির্ভয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে তাঁহারা নিজেরাই যাইবেন স্থির করিয়াছেন। হরিনাথ জানিলে বড় প্রীত হইতেন। বঙ্গদেশের সংবাদপত্রকূলে পুলক, সারোয়ারদিগের ন্যায় নব্য নির্ভীক যুবাদিগের উত্থান হউক। আর সংবাদপত্রগুলি শুন! তোমরা দ্বিপদমাত্র অবলম্বন করিয়া নিজ কর্তব্যে অবিচল থাকিও। নত হইও না, নত করিও না।''

উৎসর্গ অংশে কাঙাল হরিনাথের কথায় আমরা পেয়েছিলাম বঙ্গসন্তানের চির-পরাধীনতার কথা। কিন্তু সারোয়ার এবং পুলকেরা যেন তার একটি 'কাউন্টার ন্যারেটিভ' তৈরি করল 'নবপর্যায়'-এ। কাঙাল হরিনাথের প্রীতিভাজন ছিলেন মীর মশাররফ্ হোসেন আর ফকিরচাঁদ করের প্রীতিভাজন সারোয়ার হোসেন। সংখ্যালঘু ও জনজাতীয়ের এক মিলিত প্রচেষ্টা সৎ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এ যেন মহাভারতীয় এক 'গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভ'-এর বিশেষ ও অচ্ছেদ্য অংশ। তেমনই 'ফকিরচাঁদ কর' অতিসক্রিয়তার বিরোধী ছিলেন এবং কাশ্মীর বিষয়ে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পক্ষে ছিলেন তেমন করে পাকমদতপুষ্ট ধর্ম নির্ভর আজাদিরও বিপক্ষে তাঁর অবস্থান। সমর্থন করেননি প্রতিবাদের নামে অচলাবস্থা তৈরির। তাই তাঁকে হত্যা করা হল। কেউই তাঁকে সুনজরে দেখেনি। প্রত্যেকের নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে তিনি ছিলেন মূর্তিমান বাধা— তৃতীয় স্বর; যাঁকে অস্বীকার করা যায় না। যায় না অবহেলা করা। ফলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কী!

'নবপর্যায়'-এর প্রথম সন্দর্ভে কীভাবে পত্রিকা চলবে তাই নিয়ে সম্পাদক চিন্তিত ছিলেন। এর পেছনে কাজ করেছিল আর্থিক প্রয়োজনের অনুভবটি। যা বড় বড় কিছু মিডিয়া হাউস বাদে প্রায় সমস্ত পত্রিকার একটি নিত্য সমস্যা। কিন্তু অষ্টম তথা শেষ সন্দর্ভে দেখা যায় সাংবাদিকের বেঁচে থাকাটাই যেন একটি লড়াই। এই সংকটটিও উপন্যাসের আখ্যানের মধ্যেকার বিশেষ ডিসকোর্স। আমরা দেখে নেব সর্বশেষ সম্পাদকীয়টি।

''প্রকাশিকার পাঠকবর্গ বিলক্ষণ অবগত যে, এই গ্রামদেশে আমরা বহু বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া আজিও যে প্রকাশিত হইতে আছি, তাহার দুই কারণ। প্রথম, পরমাত্মীয় পাঠকবর্গ, দ্বিতীয়, আমাদিগের নব্য সংবাদ সংগ্রাহকদিগের সত্যপ্রিয়তা ও সাহস। অতএব, আমরা মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা অর্থাৎ দ্বিপদ নির্ভর হইয়া চলিতে আছি। চলিতে থাকিব। যে সংবাদপত্র, এই দুইয়ের অতিরেক সহায়তায় চলিতে চাহে তাহাদিগকে আমরা যথাক্রমে ত্রিপদী, চতুষ্পদী ও বহুপদী আখ্যাত করিয়া থাকি। একটু রহস্য মতো হইয়া গেল। বুঝাইয়া দিব। হিঁয়ালীটি সকলেই পরিজ্ঞাত। কোন্ প্রাণী প্রথম চতুষ্পদ, পরে দ্বিপদ, তৎপরে ত্রিপদ নির্ভর? উত্তর-মনুষ্য। বাল্যে হামাগুড়ি দেয় দুই হাতে দুই পায়ে; ডাঁটো হইলে দ্বিপদ। বার্ধক্যে যষ্টি সহকারে ত্রিপদ। কতকগুলির সংবাদপত্রের দেখি বাল্যাবস্থা কিছুমাত্র অতিক্রান্ত হইতে চাহে না; তাহারা হামাগুড়ি দিয়া চলে।

নামটি স্মরণ করুন। বর্ণহিন্দু ভারত এবং মুসলিম ভারতের মোহানা। এই প্রসঙ্গে ওড়িয়া সাহিত্যিক ফকিরমোহন সেনাপতি-র কথা মনে পড়ে। শৈশবের প্রচণ্ড অসুস্থতা জনৈক ফকিরের আশীর্বাদে সেরে যায় আর তাঁর নামাঙ্কন হয় 'ফকিরমোহন'। কিংবা আফসার আমেদ-এর সাহিত্য অকাদেমি প্রাপ্ত উপন্যাস 'সেই নিখোঁজ মানুষটা'র কথা চলেই আসে। একজন রিকশাওয়ালার নাম নিমাই মোল্লা। স্থানীয় একজন বড় ডাক্তার নিমাইবাবু জন্মকালীন সময়ে প্রায় মরণাপন্ন নবজাতককে পরম যত্নে সুস্থ করেন। তাই নামকরণ হয় নিমাই।

সংঘর্ষময়তার বিপরীতে ঔপন্যাসিক এক সম্মিলনের সুরকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন; যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অনুশীলনকৃত এবং অকৃত্রিম। সেকারণেই কিংবা সেই ধারা মেনে পত্রিকায় 'তব সুধারসধারা' অংশে স্থান পায় মহাভারত, তায্কারেতুল আম্বিয়া, বাইবেল, কথামৃত। সবশেষে একথা বলা যেতেই পারে এই ক্ষুদ্র পরিসরে উপন্যাসটিকে যথার্থভাবে বিচার করা হয়তো সম্ভব হল না কিন্তু ব্যতিক্রমী আঙ্গিকের দৃষ্টান্ত রেখে, ভাষ্যের প্রগাঢ়তা ও প্রসারতায় আরো আলোচনার পথ নির্মাণের সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

[উদ্ধৃতিগুলি (স্বপন পাণ্ডা, নবপর্যায় গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, কোলকাতা, তালপাতা, ২০১৬) থেকে গৃহীত]